যুগান্তর

তারিখ 20 JAN 2014
পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ৩

স্কুল-মাদ্রাসায় রেডিমেড প্রশ্নপত্র কেনা নিষিদ্ধ

সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়নে অক্ষম ৪৫ ভাগ প্রতিষ্ঠান

মুশতাক আহমদ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষার 'সৃজনশীল প্রশ্নপত্র' বাইরে থেকে সংগ্রহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় রোববার একপত্রে এই আদেশ জারি করে।

এই নয়া নির্দেশনার কারণে এখন থেকে দেশের স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকরা আর বাইরে থেকে 'রেডিমেড প্রশ্নপত্র' কিনে বা অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করে পরীক্ষা নিতে পারবেন না। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকদেরই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হবে। 'সনাতনী প্রশ্নপদ্ধতি'র পরিবর্তে 'সৃজনশীল পদ্ধতি' চালু হয় ৫ বছর আগে। কিন্তু দেশের বেশির ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এ পদ্ধতিটি এখন পর্যন্ত আয়ত্ত করতে পারেননি। সরকারি হিসেবে, মাত্র ৫৫ ভাগ বিদ্যালয়ের শিক্ষক এ পদ্ধতিতে প্রশ্ন করতে সক্ষম। ১৯ ভাগ বিদ্যালয়ের শিক্ষক বাইরে থেকে প্রশ্নপত্র কিনে পরীক্ষা নেন। আর ২৬ ভাগ বিদ্যালয় কিছু বিষয়ের প্রশ্ন নিজেরা তৈরি করে, আর কিছু প্রশ্ন অন্য বিদ্যালয় থেকে সংগ্রহ বা কিনে এনে পরীক্ষা নিয়ে থাকে। বাস্তবে মাঠপর্যায়ের চিত্র আরও করুণ। নামপ্রকাশ না করে দেশের বিভিন্ন জেলার শিক্ষা অফিসাররা জানিয়েছেন,

প্রশ্নপত্র : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

প্রশ্নপত্র : রেডিমেড

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সর্বোচ্চ ২০ ভাগ শিক্ষক এই পদ্ধতিটি আয়ত্ত করতে পেরেছেন। সে হিসেবে ১০ ভাগ বিদ্যালয়ও সব প্রশ্ন পুরোপুরি নিজেরা তৈরি করে পরীক্ষা নেন না। পদ্ধতিটি বাস্তবায়নের সুবিধার্থে উপজেলাওয়ারী প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করে পরে তা ওই উপজেলার সব বিদ্যালয়ে ভাগ করে দেয়া হয়। কোনো শিক্ষক বা বিদ্যালয় যদি সরকারের এই আদেশ না মানে, সে ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেয়া হবে— তা অবশ্য ঠিক করেনি মন্ত্রণালয়। আর এ অবস্থায় শিক্ষা প্রশাসনের মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তারা মন্ত্রণালয়ের এই নির্দেশনা বাস্তবায়ন 'কঠিন' হয়ে পড়বে বলে যুগান্তরকে জানিয়েছেন। অপরদিকে শিক্ষক নেতারা বলছেন, সরকার এখন পর্যন্ত সব শিক্ষককে নতুন এই পদ্ধতির বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে পারেনি। এ অবস্থায় হুট করেই বাইরে থেকে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ নিষিদ্ধ করা যাবে না। এতে শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেবে বলেও মনে করেন তারা। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, নতুন এই পদ্ধতিতে ইতিমধ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সবাই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। যার সুফলও ইতিমধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। সৃজনশীল পদ্ধতি প্রবর্তনের সময় ৫ বছর পার হয়েছে। দীর্ঘসময় পরই সরকার এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিল। তিনি আরও বলেন, চেষ্টা না করলে নতুন কোনো কিছুই আয়ত্ত করা যায় না। তাই শিক্ষকদের এ ব্যাপারে অভ্যস্ত হতে হবে। সেজন্যই এই পদ্ধতি চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। জানা গেছে, রোববার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উপ-সচিব স্বাক্ষরিত পত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক ফাহিমা খাতুনকে সরকারি সিদ্ধান্তটি জানানো হয়। ওই পত্রের সঙ্গে দুটি মাসের 'একাডেমিক সুপারভিশন' রিপোর্টের আলোকে প্রতিষ্ঠান প্রধান ও শিক্ষকদের ডায়েরি সংরক্ষণ, স্কুলভিত্তিক মূল্যায়নসহ (এসবিএ) আরও কিছু বিষয় যেসব প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করেনি, তাদের সমস্যা-সম্ভাবনা নির্ণয় এবং মাঠপর্যায়ে স্কুল পরিদর্শন জোরদার করারও নির্দেশনা দেয়া হয়। মাউশি সূত্র জানায়, বছরের পর বছর ধরে চলা 'সনাতনী' পদ্ধতি বাদ দিয়ে ২০০৮ সালে মাধ্যমিক স্তরের লেখাপড়ায় চালু করা হয় এই পদ্ধতি। কিন্তু প্রবর্তনের ৫ বছর পরও 'সৃজনশীল' পদ্ধতি চলছে জোড়াতালি দিয়ে। শিক্ষকরাই পদ্ধতিটি পুরোপুরি বুঝতে পারেননি এবং প্রশ্ন করতে পারেন না।

এ ব্যাপারে 'মাধ্যমিক শিক্ষা খাত উন্নয়ন প্রকল্পের' (এসইএসডিপি) পরিচালক রতন রায় বলেন, কোনো পদ্ধতিই প্রবর্তনের ক্ষেত্রে সব শিক্ষককে ধরে ধরে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না। তারা স্কুলভিত্তিক কিছু শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। ওই প্রশিক্ষণে তারা বিষয়ভিত্তিক পড়ানো বা প্রশ্ন করানো শেখাননি। তারা বরং 'সৃজনশীল পদ্ধতি কি' তা শিখিয়েছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের বাকিরাও যদি এটি শিখে নেন, তাহলে তারাও নিজ নিজ বিষয়ে প্রশ্ন প্রণয়ন করতে পারবেন। এ ব্যাপারে মাউশি মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন বলেন, 'সৃজনশীল প্রশ্নপত্র' পদ্ধতির সফল বাস্তবায়নে তারা ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আগামী ২৫ জানুয়ারি মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের ঢাকায় ডাকা হয়েছে। বিষয়টি তাদের অবহিত করা হবে।

সৃজনশীল পদ্ধতি কি : সৃজনশীল পদ্ধতি বলতে পাঠ্যবইয়ে যে মূলপাঠ রয়েছে তার থেকে প্রশ্ন না করে তারই মূলভাবের আলোকে বাইরের দৃষ্টান্ত নিয়ে প্রশ্ন করা। সেই দৃষ্টান্ত থেকে জ্ঞানমূলক, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা— এই চারটি স্তরে বিন্যাস করে প্রশ্ন করা হয়। শিক্ষার্থীরা মূলপাঠের দৃষ্টান্ত অনুসরণে ও মূলপাঠ সামনে রেখে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকে। এক সময়ে মূলপাঠ থেকে পাঠ্যবইয়ে প্রশ্নপত্র থাকতো। শিক্ষকরা পরীক্ষার সময়ে তা দেখে প্রশ্ন তৈরি করতেন। কিন্তু এখন পাঠ বিশ্লেষণ করে বাইরে থেকে প্রশ্ন করার কারণে সময় নিয়ে উদ্দীপক (এক ধরনের দৃষ্টান্ত) তৈরি করতে হয়, যা অনেকটা সময়সাপেক্ষ ও পরিশ্রমের ব্যাপার। এই বিষয়টি শিক্ষকের কাছে অনেক কষ্টের। অনেক শিক্ষক বিষয়টি বোঝেনও না। যে কারণে ক্লাসে পড়াতে বা খাতা মূল্যায়ন করতে গিয়ে পর্যন্ত তারা বিপাকে পড়ছেন। এমনকি এই পদ্ধতির প্রশিক্ষণ গ্রহণের মতো সক্ষমতা অনেক শিক্ষকের নেই বলে খোদ মাউশি মহাপরিচালক এবং প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন। অনুসন্ধানে তাদের বক্তব্যের সত্যতাও মিলেছে। দেখা গেছে, অনেক শিক্ষকের বাইরে থেকে দৃষ্টান্ত নিয়ে প্রশ্ন তৈরির মতোই সক্ষমতা নেই। ফলে তারা বাজারে পাওয়া গাইড থেকে প্রথমত পাঠদান করেন, দ্বিতীয়ত পরীক্ষাকালে গাইড অবলম্বন করে প্রশ্নও তৈরি করেন। ফলে গাইড এখন কেবল শিক্ষার্থীরাই নয়, শিক্ষকরাও সংগ্রহ করে থাকেন।

জোড়াতালির সৃজনশীল : মাউশির একাডেমিক সুপারভিশন সম্পর্কিত সর্বশেষ রিপোর্টের ২২ পৃষ্ঠায় উপস্থাপিত দেশের ৯টি অঞ্চলে সৃজনশীলের বাস্তবায়ন পদ্ধতির সমীক্ষা প্রতিবেদনে দেখা যায়, ঢাকা অঞ্চলে প্রায় ৫৭ ভাগ প্রতিষ্ঠান সৃজনশীলে সম্পূর্ণ প্রশ্ন করতে পারে। ২৭ ভাগের বেশি প্রতিষ্ঠান বাইরে থেকে প্রশ্ন সংগ্রহ করে। বাকিদের প্রশ্ন প্রণয়নের হার আংশিক। এভাবে রংপুর অঞ্চলেও প্রায় একই ধরনের ফলাফল পাওয়া গেছে। তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে পিছিয়ে সিলেট। ওই অঞ্চলের ৩৮ ভাগ প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ প্রশ্ন নিজেরা করতে পারে। এই প্রতিবেদনের পর সরেজমিন খোঁজ নিতে গিয়ে বাউফলে দেখা যায়, সেখানে প্রশ্ন প্রণয়ন করা হয় সমিতিভিত্তিক। পরীক্ষা এলে সমিতিভুক্ত স্কুলগুলোর মধ্যে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সব বিষয়কে যোগ করে এবং স্কুলগুলোর মধ্যে বিষয় ভাগ করে দেয়া হয়। প্রত্যেক স্কুলে সব শিক্ষক মিলে নিজ নিজ ভাগে পড়া প্রশ্ন প্রণয়ন করে সমিতিতে জমা দেন। এরপর সমিতি সব প্রশ্ন একত্রিত করে পূর্ণ সেট মিলিয়ে স্কুলগুলোর মধ্যে বিতরণ করে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে নামপ্রকাশ না করে সমিতির একজন শীর্ষ নেতা বিষয়টি স্বীকার করে তা পত্রিকায় না দিতে অনুরোধ জানান।